বন্ধ স্যানিটারি ন্যাপকিনের কারখানা। –সংবাদচিত্র

কুশমন্ডির কারখানা বন্ধ, পুজোর আগে কর্মহীন মহিলারা

কুশমন্ডি, ১০ অক্টোবর ঃ পুজোর মুখে বন্ধ হয়ে গেল কুশমন্ডি মার্কেটিং কোঅপারেটিভ এগ্রিকালচার সোসাইটির ন্যাপকিন কারখানা। অভিযোগ, উৎপাদিত ন্যাপকিন মঞ্জুসার কেনার কথা থাকলেও সেই সংস্থা তা কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। ওই মার্কেটিং কোঅপারেটিভের সিনিয়র ম্যানেজার সুরজিৎ ঘোষ জানান, প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকার মেশিন কিনে ন্যাপকিন কারখানা তৈরি করা হয়েছিল। কথা ছিল মঞ্জুসা উৎপাদিত ন্যাপকিন কিনবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মঞ্জুসা কোনো ন্যাপকিন না কেনায় কারখানা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তিনি বলেন, ওই কারখানায় সাতজন স্থানীয় মহিলাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ন্যাপকিন উৎপাদন হচ্ছে অথচ তা বিক্রি না হওয়ায়, ওই মহিলারাও কাজ হারিয়েছেন। প্রায় ২০ হাজার ন্যাপকিন ঘরে পড়ে আছে বলে তিনি জানিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, ন্যাপকিন উৎপাদন আরও বেশি বাড়ানোর জন্য জেলাশাসক লোন দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেই লোনও রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক দিচ্ছে না। তাই আপাতত ন্যাপকিন কারখানা বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

এদিকে, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন ওই কাজে নিযুক্ত মহিলারা। রঞ্জনা শীল, পারমিতা সরকার জানান, অনেক আশা করে ন্যাপকিন কারখানায় ট্রেনিং নিয়ে ঢুকেছিলাম। এখন কাজ হারাতে হল। তাঁরা বলেন, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা পুজোর সময় কোনো টাকা পেলাম না। সংস্থার চেয়ারম্যান সুনির্মলজ্যোতি বিশ্বাস জানান, জেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে বিষয়টি দেখার জন্য বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ জেলা কোঅপারেটিভের অধিকর্তা (এ আর সি এস) সৌনক ব্যানার্জি জানান, কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা এখনই বলার কোনো কারণ নেই। মঞ্জুসার সঙ্গে এখনও কোনো চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। সেই কাজ চলছে এবং খুব দ্রুত তা সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন, মঞ্জুসা ছাড়াও জেলার সমস্ত ওষুধের দোকান যাতে কেনে সেই উদ্যোগও জেলাশাসক ইতিমধ্যে নিয়েছেন। শুধু কুশমন্ডি কোঅপারেটিভ নয়, বুনিয়াদপুর ও গঙ্গারামপুরের দুটি কোঅপারেটিভের উৎপাদিত ন্যাপকিনও যাতে বিক্রি হয় সেই চেষ্টা চলছে। সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে বলে তিনি জানান।

তুফানগঞ্জ–দিনহাটা রুটে সরকারি বাসের দাবি

তুফানগঞ্জ, ১০ অক্টোবর ঃ তুফানগঞ্জ থেকে বলরামপুর হয়ে দিনহাটা পর্যন্ত সরকারি বাস চালানোর দাবি উঠল। এই দাবিতে তুফানগঞ্জের নিত্যযাত্রীরা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের তুফানগঞ্জ ও দিনহাটার ডিপোয় একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। যাত্রীরা জানান, এই রুটে সরকারি বাস যাতায়াত না করায় তাঁদের অনেক বেশি টাকা খরচ হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে তুফানগঞ্জ থেকে দিনহাটা যেতে হলে কোচবিহার হয়ে যাতায়াত করতে হত। তা না হলে দেওচড়াইয়ে নৌকায় কালজানি নদী পার হয়ে দিনহাটায় পৌঁছাতে হত। দুটি ক্ষেত্রেই অনেক সময় লাগত। পাশাপাশি, যাতায়াতের জন্য সাধারণ মানুষকে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হত। সেজন্য কালজানি নদীর ওপর সেতু তৈরির দাবি উঠতে শুরু করে। একসময় এই দাবি বিধানসভা পর্যন্ত পৌঁছায়। এলাকাবাসীর আন্দোলনের জেরে এরপর বাম আমলে সেতুর কাজের শিলান্যাস হয়। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর ২০১১ সালে সেতুর কাজ শুরু হয়। ২০১৬ সালে সেতুটি চালু হলে যাতায়াতের সুবিধা যথেষ্ট বেড়েছে। সেতু তৈরির পর থেকে এই রুটে ছোটো গাড়ি চলাচল করছে। তুফানগঞ্জ থেকে বলরামপুর পর্যন্ত ও বলরামপুর থেকে দিনহাটাগামী ছোটো গাড়ি চলে। কিন্তু নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, গাড়িতে যাতায়াতে যেমন প্রচুর সময় লাগছে, তেমনি অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে।

তুফানগঞ্জ থেকে বলরামপুর হয়ে দিনহাটার দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। এই পথ অতিক্রম করতে সাধারণ মানুষকে ৪০–৪৫ টাকা ভাড়া গুনতে হচ্ছে। যেখানে অন্য এলাকায় একই পথ অতিক্রমের জন্য লাগছে ২৮–৩০ টাকা। গাড়িচালকরা জানান, ছোটো গাড়িতে কম যাত্রী নেওয়া যায়, যে কারণে ভাড়া একটু বেশি লাগে। নিত্যযাত্রীরা জানিয়েছেন, তুফানগঞ্জ থেকে দেওচড়াই হয়ে বলরামপুর পর্যন্ত গাড়িভাড়া ২০ টাকা। এরপর গাড়ি বদল করে দিনহাটায় যেতে হয়। এজন্য ফের ২০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। গাড়ির জন্য অপেক্ষা ও গাড়ি পরিবর্তন করায় অনেক সময় লাগছে। বিকল্প উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে এভাবেই যাতায়াত করছেন নিত্যযাত্রীরা।

তুফানগঞ্জের বাসিন্দা তথা দিনহাটার গোপালনগর হাইস্কুলের শিক্ষক সুজিতচন্দ্র সাহা, নাককাটি পুষণাডাঙ্গা হাইস্কুলের শিক্ষিকা নবনীতা বর্মন, তুফানগঞ্জের বাসিন্দা গৌতম দাস, প্রহ্লাদ সাহা, অশোক পাল, কৃষ্ণ দাস জানান, তুফানগঞ্জ থেকে বলরামপুর হয়ে প্রতিদিন দিনহাটা যাতায়াত করতে হয়। গাড়ি বদল করার জন্য প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের কর্মক্ষেত্রে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সময়ে পৌঁছোতে না পারলেও দিতে হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া। সেজন্য তুফানগঞ্জ থেকে বলরামপুর হয়ে দিনহাটা পর্যন্ত সরকারি বাসের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এনবিএসটিসি সূত্রে জানানো হয়েছে, নিত্যযাত্রীরা বাসের দাবি জানিয়ে একটি দাবিসনদ জমা দিয়েছেন। এই বিষয়টি নিয়ে একটি কমিটি সার্ভে করছে। সার্ভে শেষ হওয়ার পর রিপোর্ট এলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হাসপাতাল লাগোয়া রাস্তার বেহাল দশা

মাথাভাঙ্গা, ১০ অক্টোবর ঃ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের সীমানাপ্রাচীর সংলগ্ন প্রায় ২০০ মিটার রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ জমছে স্থানীয় বাসিন্দা ও হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে পাথর ফেলা এই রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচলের ফলে তৈরি হয়েছে বড়ো বড়ো গর্ত। ইদানীং ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে গর্তগুলিতে জমে থাকছে কাদাজল। হাসপাতালে ঢোকার জন্য রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা এই রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ জানালেন মাথাভাঙ্গা হাসপাতালপাড়ার বাঁধ রোড সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা হাসান আলি। তিনি বলেন, হাসপাতালে ঢোকার মুখে এই রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত বিভিন্ন অ্যাম্বুলেন্স এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে। অ্যাম্বুলেন্সে এই ভাঙা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রোগীকে প্রবল ঝাঁকুনি সহ্য করতে হয়। এতে প্রাণেরও ঝুঁকি থাকে। অথচ পূর্ত দপ্তরের কোনো হেলদোল নেই। মাথাভাঙ্গা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে মাটি ও পাথর দিয়ে অস্থায়ীভাবে রাস্তা মেরামত করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে রাস্তাটি ফের খারাপ হয়ে গিয়েছে। রাস্তার জায়গায় জায়গায় পাথর সরে গিয়ে গর্ত তৈরি হয়েছে। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে রোগী নিয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্স চালক অভিজিৎ রায় বলেন, 'যানজটের কারণে পশ্চিমপাড়া থেকে হাসপাতালে পৌঁছোতে অনেকটাই সময় লাগে। তাই আমরা সাধারণত শনিমন্দির থেকে বাঁধের রাস্তা হয়ে হাসপাতালে আসি। কিন্তু হাসপাতালের সামনের এই রাস্তার অংশটুকু রোগীদের নিয়ে সাবধানে পেরোতে হয়। কারণ, গাড়ির ঝাঁকুনিতে রোগীর অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।' পূর্ত দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অরুণাভ দত্ত বলেন, 'হাসপাতাল সংলগ্ন ওই রাস্তাটি নিয়ে ইতিমধ্যে এস্টিমেট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। আমরা খুব শীঘ্রই বিএলআরও–কে এস্টিমেট জমা দেব। অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে। শীঘ্রই রাস্তা মেরামত করা হবে।'

নেই পর্যাপ্ত কর্মী, সহায়িকা, সুপারভাইজার, সিডিপিও

শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে ধুঁকছে সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ কর্মী, সহায়িকার পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যায় সুপারভাইজারও নেই। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার (সিডিপিও)–র একাধিক পদও ফাঁকা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িতে সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প (আইসিডিএস) কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে।

কোথাও শুধু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, কোথাও শুধুমাত্র সহায়িকাকে দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে। আবার একই সুপারভাইজারকে বিশাল এলাকা দেখভাল করতে হচ্ছে। পরিস্থিতির জেরে কার্যত কোনো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই নিয়মিত নজরদারি চালানো সম্ভবপর হচ্ছে না। শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থাও ঠিকমতো করা সম্ভব হচ্ছে না। একজনকেই শিশুদের পড়ানোর পাশাপাশি খাবার রান্না করে খাওয়াতে হচ্ছে বলে বহু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী–সহায়িকারা জানিয়েছেন। দিনের পর দিন এভাবে কাজ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে। দার্জিলিংয়ের জেলা প্রকল্প আধিকারিক লাকপা শেরপা সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কিছু সমস্যার জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। ফলে সমস্যা তো হচ্ছেই। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ভালোভাবে চালানো যাচ্ছে না।'

শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকে সবমিলিয়ে ১৫৩৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে খড়িবাড়িতে ২৭৭টি, নকশালবাড়িতে ৩৮৭টি, মাটিগাড়ায় ৩১৫টি এবং ফাঁসিদেওয়ায় ৫৫৯টি

শিলিগুড়ি মহকুমার চারটি ব্লকে সবমিলিয়ে ১৫৩৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে খড়িবাড়িতে ২৭৭টি, নকশালবাড়িতে ৩৮৭টি, মাটিগাড়ায় ৩১৫টি এবং ফাঁসিদেওয়ায় ৫৫৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এগুলির মধ্যে খড়িবাড়িতে কর্মী পদে ২৭টি, সহায়িকা পদে ১৩টি, নকশালবাড়িতে কর্মী পদে ২৭টি, সহায়িকা পদে ৩৪টি, মাটিগাড়ায় কর্মী এবং সহায়িকা পদে ১৫টি করে এবং ফাঁসিদেওয়ায় কর্মী পদে ১৯টি এবং সহায়িকা পদে ৩৬টি পদ শূন্য রয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এগুলির মধ্যে খড়িবাড়িতে কর্মী পদে ২৭টি, সহায়িকা পদে ১৩টি, নকশালবাড়িতে কর্মী পদে ২৭টি, সহায়িকা পদে ৩৪টি, মাটিগাড়ায় কর্মী এবং সহায়িকা পদে ১৫টি করে এবং ফাঁসিদেওয়ায় কর্মী পদে ১৯টি এবং সহায়িকা পদে ৩৬টি পদ শূন্য রয়েছে। একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালানোর জন্য একজন কর্মী এবং একজন সহায়িকা প্রয়োজন। কর্মীরা সাধারণত পড়াশোনা এবং সহায়িকা খাবারের বিষয়টি দেখভাল করেন। কিন্তু নিয়োগ থমকে থাকায় যেখানে একজন করে কর্মী রয়েছেন সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের রান্না করে খাওয়ানোর কাজও সেই একজন কর্মীকেই করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একজনের উপরে যেমন কাজের চাপ বাড়ছে তেমনই শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতিও হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির উপর নজরদারির দায়িত্ব মূলত সুপারভাইজারের উপরে থাকে। তাঁরাই নিয়মিত প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করে সমস্ত বিষয় নজরে রাখেন। মহকুমায় সুপারভাইজারের ৬৭টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে খড়িবাড়িতে ১২টি, নকশালবাড়িতে ১৭টি, মাটিগাড়ায় ১৩টি এবং ফাঁসিদেওয়ায় ২৫টি পদ রয়েছে। কিন্তু সুপারভাইজার পদে খড়িবাড়ি এবং মাটিগাড়ায় পাঁচজন করে, নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ায় ছয়জন করে রয়েছেন। ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ভালোভাবে নজরদারিও হচ্ছে না। ব্লকের দায়িত্বে থাকা সিডিপিও–র পদ ফাঁকা রয়েছে। কোনো ব্লকেই স্থায়ী সিডিপিও নেই। একজন সিডিপিও পাহাড় এবং সমতল মিলিয়ে তিন–চারটি ব্লকের দায়িত্বে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি মহকুমায় শিশুদের সঠিক বিকাশ প্রক্রিয়া ভীষণভাবে ধাক্কা খাচ্ছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার বলেন, 'আমরা চাই রাজ্য সরকার দ্রুতই এই পদগুলিতে নিয়োগ করুক। শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য এত ভালো একটি প্রকল্পের এভাবে ধুঁকে ধুঁকে চলাটা কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা শিশু ও নারীকল্যাণ স্থায়ী সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য সরকারকে ইতিমধ্যেই সমস্যাগুলি জানিয়েছি।'

মাথাভাঙ্গা শহরে রাজ্য সড়কের ওপর এভাবেই চলছে গ্যারাজ। ছবি ঃ বিশ্বজিৎ সাহা

রাজ্য সড়কে গাড়ির ওয়ার্কশপ

মাথাভাঙ্গা, ১০ অক্টোবর ঃ পথ দুর্ঘটনা এড়াতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির পাশাপাশি বেপরোয়াভাবে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। যানবাহন চলাচল মসৃণ করতে বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাট দখলমুক্ত করতেও প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক অভিযানের ধারাবাহিকতা ও নজরদারির অভাবে ফের রাস্তাঘাট দখলদারদের কবজায় চলে যাচ্ছে। মাথাভাঙ্গা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কের উপর একশ্রেণির ব্যবসায়ী নিজেদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের 'ওয়ার্কশপ' বানিয়ে ফেলেছে। এভাবে ব্যস্ত রাস্তার উপর ওয়ার্কশপ তৈরি করে গাড়ি, সাইকেল মেরামত চলতে থাকায় উদ্‌বিগ্ন শহরবাসী।

মাথাভাঙ্গা শহরের উপর দিয়ে গিয়েছে ১৬ নম্বর রাজ্য সড়ক। শহরের ৯, ১০ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কটি দিয়ে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে পণ্যবাহী যানবাহন যাতায়াত করে। সম্প্রতি ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনা এড়াতে এই রাজ্য সড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে স্প্রিং পোস্ট বসিয়ে রাস্তা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাস্তার বিভিন্ন স্থানে যানবাহনের গতি কমাতে ব্যারিয়ার বসানো হয়েছে। মাথাভাঙ্গা শহরের উপর দিয়ে যাওয়া ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কটিতে দখলদারি থাকায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ছে। বিশেষ করে শহরের পচাগড় তেপথি সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি মোটরবাইক রিপেয়ারিংয়ের দোকান তৈরি হয়েছে। সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ওয়ার্কশপ দোকান ছাড়িয়ে রাজ্য সড়কের উপর নিয়ে এসেছে। ফলে রাজ্য সড়কটিতে

মাথাভাঙ্গা

দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে বলে এলাকার বাসিন্দারা মনে করছেন। মাথাভাঙ্গা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলার হরিশ বর্মন ও ওয়ার্ডের বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার তথা হরিশবাবুর স্ত্রী কুন্তী বর্মন দুজনই এভাবে রাস্তা দখল করে ব্যবসা করার ঘটনায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জানান, প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। রাজ্য সড়ক দখল করে ব্যবসা বাড়ায় উদ্‌বিগ্ন মাথাভাঙ্গা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার কবিতা রায়। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নেবেন। পুরসভার নিষ্ক্রিয়তায় মাথাভাঙ্গা শহরের বিভিন্ন রাস্তা জবরদখল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি রাজ্য সড়কও জবরদখলকারীদের কবজায় চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন পুরসভার একমাত্র বিজেপি কাউন্সিলার দিলীপকুমার মণ্ডল। তিনি বলেন, 'পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে শহরের রাস্তা জবরদখলমুক্ত করে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের উপযোগী করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্রেফ ভোটের কথা চিন্তা করেই জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে পুরসভা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' যদিও বিজেপি কাউন্সিলারের অভিযোগ সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক। তিনি বলেন, 'পুরসভার পক্ষ থেকে জবরদখলের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।'

এ ব্যাপারে মাথাভাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের কোনো আধিকারিক মন্তব্য করতে চাননি। তবে পুলিশ প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, ট্রাফিক পুলিশের একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

বিরোধীদের বাধায় গৃহবন্দি বোর্ড প্রধান

মনজুর আলম

চোপড়া, ১০ অক্টোবর ঃ বিরোধীদের বাধায় কার্যত গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডের প্রধান। বোর্ড গঠনের একমাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেননি লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল রাজ্জাক। এরফলে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ থমকে পড়েছে এলাকায়। নিজের বাড়িতে বসেই সাধারণ মানুষের টুকটাক কাজ সামলাতে হচ্ছে প্রধানকে।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব শুরু হতেই লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কংগ্রেস–তৃণমূলের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে থাকে। দু–পক্ষের মধ্যে পরবর্তীতে একের পর এক সংঘর্ষের ঘটনায় দিনের পর দিন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। কোনোভাবে নির্বাচন পেরিয়ে গেলেও গণনাকে ঘিরে সমস্যা আরও জোরালো হয়। গণনাকেন্দ্রে বিরোধীদের ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গ্রাম পঞ্চায়েতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। গণনার দিনেই দু–পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। এর পরদিন থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। টানা তিন মাস পঞ্চায়েত অফিস অচল করে রাখার অভিযোগ ওঠে বিরোধীদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে ইসলামপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থেনড্রুপ শেরপার মধ্যস্থতায় দুই শিবিরের রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে বৈঠকের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চালু করা হলেও কেবলমাত্র কর্মীরাই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকতে পারতেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্যদের কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হত না বলে অভিযোগ। অবশেষে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে ২৭ অগাস্ট লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। বোর্ড গঠনের পরেও একই সমস্যা থেকে গিয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কর্মীদের একাংশ বলেন, 'প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্য নির্বাচিত সদস্যদের কাউকে দপ্তরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শুরু হওয়া পুরোনো সমস্ত প্রকল্পের কাজ আটকে দেওয়া হয়েছে।' এলাকার তৃণমূল নেতা তথা জেলাপরিষদ সদস্য আজিজ আহম্মেদ বলেন, 'নির্বাচনপর্ব থেকেই এলাকায় কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। সরকারি কাজকর্মে বাধা দিচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে কাউকেই যেতে দিচ্ছে না।' তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন বোর্ডের প্রধান আবদুল রাজ্জাক বলেন, 'নির্বাচনের পর থেকেই বিরোধীরা গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর নিজেদের কবজায় নিয়ে রেখেছে। তৃণমূলের কাউকেই কার্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় বাড়িতেই রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে।' যদিও স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অশোক রায় জানান, লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চালুই আছে। তবে সেখানে মূল সমস্যা হল চোপড়ার গণনাকেন্দ্রে বিরোধীদের ঢুকতে না দেওয়ায় স্থানীয় মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের জয়কে মেনে নিতে পারছে না। তারা তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ। এলাকায় সমস্ত ঘটনার উপর নজর রাখা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

এদিকে, একই অবস্থা তৈরি হয়েছে ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে। এখানে কংগ্রেস ও সিপিএম জোটবদ্ধ হয়ে তৃণমূল পরিচালিত নতুন গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডের সদস্যদের কার্যালয়ে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে নবনির্বাচিত ব্লক তৃণমূল সদস্যকে অফিস থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, 'এখানে তৃণমূল সদস্যদের কাউকেই দপ্তরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

জরাজীর্ণ কর্মী আবাসন, ক্ষোভ

বাগডোগরা, ১০ অক্টোবর ঃ বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পুরোনো টিনের ঘরেই রয়েছে ফার্মাসি স্টোর রুম এবং আইসিটিসি ল্যাব। স্বাস্থ্যকর্মীদের আবাসনগুলিরও বেহাল অবস্থা। সেগুলিতে আজ পর্যন্ত মেরামতের ছোঁয়া লাগেনি। ফলে যেকোনো সময়ই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এনিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে যথেষ্টই ক্ষোভ রয়েছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইনডোরটি জার্মান প্রযুক্তিতে তৈরি। এখানে বর্তমান শয্যার সংখ্যা ১৭টি। পাশে বিমানবন্দর এবং ২টি জাতীয় সড়ক থাকায় ভিআইপিদের জন্য একটি সংরক্ষিত শয্যাও রয়েছে। এখানকার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও ঠিকই রয়েছে। মেল ও ফিমেল ওয়ার্ডের দুদিকে দুটি পৃথক দরজাও রয়েছে। কোনো দুর্ঘটনা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে দ্রুত বাইরে বের হওয়ার সুযোগ পাওয়া সম্ভব হবে বলে স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান।

প্রায় ৭০ বছর আগে তৈরি টিনের চালের ফার্মাসি স্টোর রুম, আইসিটিসি সেন্টার যে ঘরটিতে রয়েছে, সেই ঘরের বেহাল অবস্থা দীর্ঘদিন থেকেই। চাল মাঝখানে বসে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল পড়ে।

তবে প্রায় ৭০ বছর আগে তৈরি টিনের চালের ফার্মাসি স্টোর রুম, আইসিটিসি সেন্টার যে ঘরটিতে রয়েছে, সেই ঘরের বেহাল অবস্থা দীর্ঘদিন থেকেই। চাল মাঝখানে বসে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। দেয়ালের অবস্থাও ভালো নয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরেই স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ১০টি আবাসন রয়েছে। আবাসনগুলির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। স্যাঁতসেঁতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিবার নিয়ে থাকতে হয়। কয়েক বছর আগে একটি আবাসনে আগুন লাগে। সেই আবাসনটি আজও মেরামত হয়নি। স্বাস্থ্যকর্মী সুমিত্রা বাল্মীকি বলেন, 'স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে মেরামত করা হয় না। বহুবার জানানো হয়েছে। সবাই এসে পরিদর্শন করে আশ্বাস দিয়ে যান। কিন্তু কাজের কাজ হয় না। টিনের চাল দিয়ে জল পড়ে। প্রতিটি দেয়াল চুইয়ে জল পড়ে। নিজেরা টাকা খরচ করে মেরামত করি। গত ৫ বছর ধরে শুনে আসছি মেরামতের কথা। কিন্তু হচ্ছে না। এভাবে পরিবার নিয়ে বাস করাই সম্ভব নয়।' এ বিষয়ে নকশালবাড়ি ব্লকের বিএমওএইচ ডাঃ কুন্তল ঘোষ বলেন, 'বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কিছু সমস্যা রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আশা করছি সমস্যা দ্রুত মিটবে।'

বাতাসিতে মিশরীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মেলবন্ধন

খড়িবাড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ এবার মিশরীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির এক অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যাবে বাতাসি পিএসএ ক্লাবের পুজোয়। শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামীণ এলাকার পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এই পুজো। একাধিক জায়গা থেকে পুজোর খেতাব পেয়েছে এখানকার পুজো।

৫২তম বর্ষে এবারে তাদের থিম ঃ 'আলোর দেশে পুতুল খেলে।' কাঠ, লোহা, স্টিল দিয়ে মিশরীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মেলবন্ধনে কারুকার্য ঘটিত শিল্পকর্মে মণ্ডপসজ্জায় ব্যস্ত শিলিগুড়ির মণ্ডপশিল্পী বাপন ঘোষ। শিল্পীর দাবি, মণ্ডপের ভেতরে নৈসর্গিক আলোর খেলায় এবং বিভিন্ন আকৃতির পুতুলের অপরূপ সজ্জা এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করবে। শিল্পী বাপন ঘোষের নেতৃত্বেই মণ্ডপের ভেতরে ও বাইরে আলোকসজ্জা করা হচ্ছে। ক্রিস্টাল এলইডি লাইটে অভিনব আলোকসজ্জা করা হবে। প্রতিমার ক্ষেত্রেও থাকবে অভিনবত্বের ছোঁয়া। বাংলাদেশের মৃৎশিল্পী সুরঞ্জন পাল মিশরীয় সাজে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত রয়েছেন। উদ্যোক্তাদের আশা অন্যবারের চেয়ে এবার পুজোয় অনেকবেশি দর্শনার্থীর ভিড় হবে এই মণ্ডপে।

পুজো কমিটির সভাপতি অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক প্রদীপ পাল জানান, এবছর তাঁদের পুজোর বাজেট ১৬ লক্ষ টাকা। পুজোর ক'দিন দরিদ্রনারায়ণ সেবার পাশাপাশি দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হবে। এছাড়া পুজোর দিনগুলিতে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে।

তৈরি হচ্ছে বাতাসি পিএসএ ক্লাবের মণ্ডপ। ছবি ঃ কার্তিক দাস